স্বদেশী যুগ
(সপ২৭)

নিজের দেশের মতো প্রিয় আর কোন দেশ হয় না। একটা সময় ব্রিটিশরা আমাদের দেশ দখল করে বসেছিল। তাই আমরা পরাধীন ছিলাম অনেক বছর। ওরা নিজেদের স্বার্থ দেখেছে আর আমাদের নাগরিকদের অকথ্য অত্যাচার ও অবিচার করেছে। সেই অত্যাচার থেকে মানুষ মুক্তি চেয়েছে। নিজেদের মতো করে বাঁচতে চেয়েছে। তখন থেকেই স্বাধীনতার সচেতনতা তৈরি হয়েছে - তার থেকেই শুরু হয়েছে স্বদেশী আন্দোলন। সেই সময়টাকেই স্বদেশী যুগ বলে মানা হয়।

এই যুগের সূচনা হয় ১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহের মাধ্যমে। এটাই আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ। ব্যারাকপুরে মঙ্গল পান্ডে প্রথম আঘাত হানে। সেই আগুন ছড়িয়ে গেল চারিদিকে - ঝাঁসিতে রানি লক্ষ্মী বাই ও তাঁতিয়া টোপি, কানপুরে নানা সাহেব, ও বিহারে কুলওয়ার সিং এই আন্দোলনে সামিল হল। অনেক বলিদান হল। শহীদের রক্তে দেশ ভেসে গেল।

এরপর ১৮৮৫ সালে নরম পন্থী জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হল। কিছুটা অধিকার চেয়ে নেবার চেষ্টা চলল। ১৮৯০ সালে মণিপুর বিদ্রোহ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি রূপ নিল। রাজপুরুষদের হত্যা শুরু হল। ১৯০৫ সালে লর্ড কারজন বাংলা ভাগ ঘোষণা করল, তখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয়। বিলিতি জিনিষ বর্জন, ও শুধুমাত্র স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার চলতে থাকে। এইসময় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন বন্দে মাতরম্ কবিতা। সেটাই স্বদেশী মন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। কংগ্রেস আবেদন-নিবেদনের পথে চলতে থাকল। আর বিপ্লববাদিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অরবিন্দ ঘোষ, বারিন ঘোষ, যতীন মুখোপাধ্যায়, যতীন দাশ, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাই-সত্যেন-ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকি প্রমুখ।

১৯২১ সালকে গান্ধী যুগ বলা হয়। শুরু হয় সত্যাগ্রহ, খিলাফত আন্দোলন, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। লোকজন সরকারী চাকরি ছেড়ে দিল, বাচ্চারা ইংরাজি স্কুল ছেড়ে দিল, ও ভারতীয়রা শাসন পরিষদ ছেড়ে দিল। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হল। ডান্ডি অভিযান হল। গান্ধী কারাবরণ করল। তার সঙ্গে আরও অনেকে।

এরপর যুব শক্তির উত্থান - প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, উজ্জ্বলা মজুমদার, বীণা দাশ, শান্তি-সুনীতি, মাস্টারদা সূর্য সেন, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ প্রমুখ সবাই দেশের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু জাপান ও জার্মানির সাহায্যে দেশীয় আন্দোলন অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গেল। ১৯৪১ সালে নেতাজীর অন্তর্ধান, ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হল। মাতঙ্গিনী হাজরা শহীদ হল। বহু ত্যাগের মধ্যে দিয়ে অবশেষে ১৯৪৭ সালে আমাদের স্বাধীনতা আসে। এই স্বদেশী যুগ তাই আমাদের কাছে এত মূল্যবান।

এখন আমাদের দায়িত্ব এই স্বাধীনতার মর্যাদা দেওয়া। নিজের দেশকে ভালোবাসা।